দৈনিক বাংলা

007

তারিখ ... 12 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে না

॥ খায়রুল আনোয়ার মুকুল ॥

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। ফলে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে ভর্তি সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না। বরং সমস্যা তীব্র হচ্ছে।

ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও তা নামমাত্র। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষে দেশে ডিগ্রী কলেজ ছিল ৩৪৩টি। পরের বছর মাত্র দুটি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়ে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪৫টিতে। অপর দিকে ১৯৮২-৮৩ সালে ডিগ্রী কলেজগুলোর মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৪৫ হাজার ৮৫ জন। ১৯৮৩-৮৪ সেশনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তিন লাখ ৪৮ হাজার পাঁচশ ৩৫-এ। পরের বছর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আরও বেড়ে তিন লাখ ৬০ হাজার জনে দাঁড়ায়। অথচ এ বছর নতুন কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

স্বাধীনতার পর নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। কিন্তু প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮২-৮৩ সেশনে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩৯৬৯৯ জন ছাত্রছাত্রী ছিলেন। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০৫৯১ জনে। ৮৪-৮৫ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৪১২০০ জন হয়। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সীটের

(৫-এর পৃঃ কঃ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃঃ পর)

অভাবে প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত নতুন কোন প্রকৌশল কলেজ প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় কলেজের সংখ্যা মাত্র চারটিই রয়েছে। তবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে প্রতি বছর। দেশে কৃষি কলেজ আছে মাত্র দুটি। কৃষি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও প্রতি বছর বাড়ছে। একই অবস্থা আইন কলেজ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়েনি। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে আরও জানা গেছে, উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আশু কোন উদ্যোগ নেই। এদিকে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮২ সালে এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার নয় শত ৬৭ জন। পরের বছর উত্তীর্ণের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫ হাজার ৯৬ জনে। ১৯৮৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে এক লাখ এক হাজার পাঁচশ ৬১ জন হয়।

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্যের চাপে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা কিছুটা বাড়ানো হলেও ভর্তি সমস্যার সমাধান এতে হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ সমস্যার তীব্রতা কমানো সম্ভব নয় বলে অভিজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করেছেন।